হয় এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হয়। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে মার্ক্স বলেছেন যে, বুর্জোয়া শ্রেমী শ্রমিক শ্রেণীর উপাদিত সম্পদের একটি সিংহভাগ আত্মসা করে থাকে।

মার্ক্স যে কোনও দ্রব্যের একটি Use value এবং একটি Exchange value নির্দেশিত করেছেন। প্রথম মূল্যটি তার ব্যবহারকারীর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পরের মূল্যটি সকলের কাছেই নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়।

Exchange value আসলে বাজারের যোগান এবং চাহিদা শক্তির (demand and supply) ওপর নির্ভর করে থাকে। মার্ক্স অবশ্য মনে করেন যে, একটি বস্তুর Exchange value নির্ভর করে কতটা সময় এবং শ্রমের মাধ্যমে সেটি উৎপাদিক হয়েছে, তার ওপরে।

অতএব, উদ্ধৃত মূল্য হ'ল Exchange vlaue এবং সামাজিক শ্রম মূল্যের পার্থক্য, যা কি না বুর্জোয় মালিক অনৈতিকভাবে নিজে ভোগ করে।

দরিদ্র শ্রমিককে শুধুমাত্র তার দৈনিক গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করে দিয়ে অতএব বুর্জোয় মালিক এক বিপুল পরিমাণ সম্পদ ভোগ করে যা কি না তার সামাজিক উৎপাদনের চরিত্র অনুযায়ী ভোগ করবার কথা ছিল শ্রমিকের।

শ্রমিক তার উৎপাদিক বস্তুর মূল্যর চেয়ে সব সময়েই কম মূল্য পায় এবং শোষিত হয়।

৫.৫ শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম

শ্রেণীর ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন যে শ্রেণী বলতে বোঝায় সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীগুলিকে যাদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ; সমাজের উপাদন ব্যবস্থায় এদের ভিন্ন অবস্থান, উপাদন উপকরণ-এর সঙ্গে তাদের ভিন্ন সম্বন্ধ, সামাজিক শ্রম সংগঠন তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং সেই অনুযায়ী তাদের অংশগ্রহণ এবং অংশ আহ্বরণের পদ্ধতি। শোষক শ্রেণী বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে, অর্থনীতিতে নিজ অবস্থানের শক্তিহেতু অন্য কোনও গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসা করতে যারা সমর্থ হয়।

অত-এব শ্রেণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি—

(১) শ্রেণী হ'ল ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত একটি বর্গবিশেষ, যেটি উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকাশের প্রক্রিয়ার একটি ফল।

(২) শ্রেণীর অবস্থান নির্দিষ্ট হয় উপাদনের শক্তিগুলির সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে।

(৩) উৎপাদনের শত্রি সাথে শ্রেণীর শ্রমের সামাজিক সংগঠনে শ্রেণীর ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

(৪) সামাজিক সম্পদ দখল করবার পরিমাণ এবং পদ্ধতি যে কোনও সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীর চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়।

৫.৫.১ সমালোচনা

(১) শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বর বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এর বৈজ্ঞানিকতাকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। পুঁজিবাদের উচ্ছেদ যেমন একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ফল, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও তেমনি একটি নূতন আন্দোলন প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথণ ধাপ।

সমালোচকেরা মানব ইতিহাসকে শুধুমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁরা মনে করেন এ ধরনের তত্ত্ব মানব সম্পর্কের নেতিবাচক দিকটিকেই বড় বেশী করে প্রতিফলিত করে। মানব সমাজের ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়াও শ্রেণী সহযোগিতার ধারণাটি কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(২) অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব হওয়া সম্ভব এবং হয়েও থাকে।

(৩) সমালোচকেরা এই আশঙ্কাও করেন যে, সাম্যবাদী সমাজেও একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর

উদ্ভব ঘটা সম্ভব।

(৪) আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে শুধুমাত্র পোষক এবং শোষিত ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থান রয়েছে।

(৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংগ্রামরত শ্রেণীগুলি কি কি— সে বিষয়ে মার্ক্সবাদে সম্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা ধরনের সমালোচনা থাকলেও এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কখনোই উপেক্ষা করা যায় না।

মানব ইতিহাসের বিচার করতে বসলে দেখাবে যে, প্রতিটি যুগেই সমাজ অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে প্রধানত সুবিধাভোগী এবং সুবিধাহীন, এই দুই প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এ কথাও মানতে হবে যে, মার্ক্সবাদ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিলেও অন্যান্য দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও যে অন্যতর সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হতে পারে, মার্ক্সবাদে একথাও অস্বীকার করা হয় না।

সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা— শ্রেণী সংগ্রামের মতন একটি নতুন সংগ্রাম। এর মাধ্যমে সাম্য এবং মুক্তির আদর্শ স্থাপিত হবে।'

মার্ক্স মনে করেন যে, উপাদন প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তরে ঐতিহাসিক কারণেই শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। উপাদিকা শক্তির বিকাশের কারণে সমাজ খন আদিম সাম্যবাদী স্তর থেকে বর্তমান অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখনই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছিল। এর থেকে দেখা দিল শ্রম বিভাজন ক্রিয়া। এর ফলে, উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষীকরণের উন্মেষ ঘটে, যার থেকে শুরু হয় নানা ধরনের পেশা এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনী প্রক্রিয়ার এবং শ্রম বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অসাম্য।

৫.৫.২ শ্রেণী সংগ্রাম

শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রেণী সংগ্রামের মূল কারণ হ'ল উপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের ভিতর প্রবল পার্থক্য। এছাড়াও, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নানা শ্রেণী আছে ারা পরস্পর বিরোধী। ভিন্নমুখী স্বার্থ থেকেই সংঘাত-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে।

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ লিখেছেন যে, আজ অবধি ত সমাজ দেখা গেছে তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসই হ'ল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা না থাকলে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করে সমাজকে বিপ্লব-এর জন্য প্রস্তুতকরা সম্ভবপর হয় না।

৫.৬ সর্বহারার একনায়কতন্ত্র

সর্বহারার একনায়কন্ত্র বলতে সাধারণত, বোঝানো হয় এমন একটি শ্রেণীহীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, যখন আগের পুর্জোয়া আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র কিন্তু আসলে দু'টি স্থিত বাস্তবতার মাঝখানে একটি ব্যবস্থা। এটি কোনও চিরস্থায়ী প্রকরণ নয়। ধনতন্ত্র থেকে কম্যুনিজম্-এ পরিবর্তনের মাঝখানে যে ফাঁক, সেটিকে ভরাট করে দিতেই এধরনের রষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এখানে যে 'একনায়কতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা অবশ্য কিছুটা অবকাশ রয়ে গেছে। আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের সময়ে এবং সামরিক সমাজের মদগর্বী আস্ফালনের সময় হিংসা, নির্যাতন, নিবর্তন এবং নিপীড়নের যে যে অনুষঙ্গ সচরাচির লক্ষ্য করে থাকি, সর্বহারার একনায়কতন্ত্রে কিন্তু ঠিক তেমনটা ঘটবার কথা নয়।

তত্ত্বগতভাবে, সর্বহারার শাসিত সমাজে এক ধরনের একনায়কতন্ত্রে প্রয়োজন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রয়োজনে, যার সাথে ক্ষমতার আকর্ষণকে ঠিক যেন মেলানো যায় না।

সর্বহারার শ্রেণী-স্বার্থকে রক্ষা করতে এই নবীন রাষ্ট্র অগ্রসর হয়। পাতি বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী এবং সংশোধনবাদী শক্তিদের হাত থেকে সর্বহারা শ্রেণীকে রক্ষা করতে এই 'একনায়কতান্ত্রিক' রাষ্ট্র তৎপর হয়ে ওঠে।

অতএব এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে কিন্তু অযথা হিংসা অথবা অনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কোনও ধরনের সম্পর্ক নেই।

সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে একটি সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়ে ওঠবার কথা— সেখান থেকে আবার মানুষ এগিয়ে যাবে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের দিকে।

অতএব, প্রথমে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং পরবর্তী সময়ে শ্রেণীর ধারণার অবসান, এভাবে অগ্রসর না হয়ে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ধারণাটি যেটি অর্জন করতে চায় তা হল শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাস্ত করে (একটি সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহায্যে) তারপরে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন। অবশ্য হিংসা এবং শোষণ না থাকলে রাষ্ট্রযন্ত্র আপনা হতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানেই সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ধারণার গুরুত্ব।

৫.৭ অনুশীলনী

(১) তরুণ এবং পরিণত মার্ক্সের চিন্তাভাবনা প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

(২) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-এর বিশ্লেষণ করুন।

(৩) ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করুন।

(৪) ভিত্তি এবং উপরিসৌধের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(৫) শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণ করুন।

(৬) মার্ক্সবাদ কিভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছে? এর কয়েকটি প্রধান ধারা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Cole G.D.H. : What Marx Really Meant, (1934)
2. Colletti L. : From Rousseau to Lenin, (1972)
3. Cornforth M : Dialectical Materialism, (1976)
4. Hook S. : From Hegel to Marx, (1950).
5. Macuse H. : Reason and Revolution. (1969).
6. Mililand R. : Marxism and Palitics. (1977)

একক—৬ ❐ নৈরাজ্যবাদ

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ নৈরাজ্যবাদ

৬.৩ পুরসমাজের ধারনা

৬.৩.১ নৈরাজ্যবাদের ধরন

৬.৪ নৈরাজ্যবাদী প্রত্যয়ের যুক্তি

৬.৪.১ রাষ্ট্রকে অবিশ্বাস

৬.৪.২ 'প্রতিনিধিত্বমূলক' সরকারের ফাঁকি এবং অসারতা

৬.৪.৩ ক্ষমতার ফলাফল

৬.৪.৪ রাষ্ট্র কেন অপ্রয়োজনীয়

৬.৪.৫ মুক্ত সমাজ

৬.৫ গান্ধী কি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন

৬.৬ অনুশীলনী

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- নৈরাজ্যবাদ কাকে বলে
- নৈরাজ্যবাদের পক্ষে কি কি যুক্তি আছে
- রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তা
- মুক্ত সমাজ কী রকম এবং
- নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

৬.১ প্রস্তাবনা

মার্ক্সবাদ-এর অন্তিম লগ্নে উপস্থিত হয়ে আমরা যখন রাষ্ট্রের ক্ষয়ে যাওয়ার অনিবার্যতার কথা শুনি, সেই ধারণা থেকেই নৈরাজ্যবাদ নামক রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।

এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাভাবিক এবং সাবলীল জীবন যাপন করবার জন্য কোনও ধরনের রাজনৈতিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। কেন না, রাষ্ট্র মানেই সংঘটিতরূপে হিংসা এবং শক্তির প্রকাশ, প্রকৃত সভ্য মানুষের সমাজে যা কখনই কাম্য হ'তে পারে না।

৬.২ নৈরাজ্যবাদ

লেনিন এইরূপ মনে করতেন যে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়—রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না ; কেন না সমাজে তখন অন্যায় শোষণ এবং উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শাসনের কোনও প্রয়োজন হবে না। অতএব, রাষ্ট্র আপনা হতেই ক্ষীয়মান হতে হতে অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই মতের সঙ্গে অধিকাংশ কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীই ঐকমত্য পোষণ করে থাকে। প্রথমে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ধ্বংস হবে সমাজবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে এবং তারপরে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র নামক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষয়ে যাবে। (এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে কোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের আদলে গঠিত ছিল না।) এর পরে সমাজে এক ধরনের মুক্ত সংগঠন দেখা দেবে। এই ধরনের মুক্ত সংঘটন অথবা free organisation of society-কে নৈরাজ্যবাদীরা সমর্থন করেন।

নৈরাজ্যবাদীদের একজন মূল প্রবক্তা হলেন ক্রোপট্‌কিন। তিনি এই মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এটি হল জীবন এবং আচরণের এমন একটি নীতি অথবা তত্ত্ব যেখানে সমাজ জীবনকে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে কোনও প্রকারের রাষ্ট্র অথবা সরকার ছাড়াই ; এই ধরনের সমাজ জীবনে মৈত্রী এবং ঐক্য স্থাপিত হয় কোনও প্রকার আইন অথবা কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করেও। বিভিন্ন প্রয়োজনে গঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সমাজ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

নৈরাজ্যবাদ অবশ্য এই ধরনের 'আদর্শ' জীবনে পৌঁছনোর উপায় সম্বন্ধে নীরব থেকেছে। ক্রোপট্‌কিন অবশ্য এ সত্ত্বেও মনে করেন যে, নৈরাজ্যবাদ শুধুমাত্র কোনও ধরনের আকাশকুসুম কল্পনা নয়। তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজ জীবনের ঝোঁক এবং গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

মার্ক্সবাদে যেমন 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' অভিমুখে একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়, নৈরাজ্যবাদে ঠিক সেই রকমটি ঘটেনা। নৈরাজ্যবাদ localism-এর ওপরে বেশি জোর দেয়। নৈরাজ্যবাদ এই ধরনের কোনও বিশ্বাস-এর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে সভ্যতাকে বিচার করা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পুরসমাজের দিকে অগ্রসর একটি প্রক্রিয়া হিসেবে।

৬.৩ পুরসমাজের ধারণা

পুরসমাজ অথবা civil society সংক্রান্ত আন্তেনিও গ্রামশির মতামত এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, পুরসমাজে প্রতিফলিত এমন সব কিছুই যা রাষ্ট্রের আওতার বাইরে অবস্থান করে, যথা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঠাসবুনটই এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি।

গ্রামশির মতে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি নির্ভর করে পুরসমাজের বিবর্তন-এর উপর। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদলের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

পুরসমাজ রাষ্ট্রর বিরোধিতা করে এবং এই সক্রিয় বাধাদানের ফলে সে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। পুরসমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিটি যুক্ত থাকে, তা হ'ল মানুষের স্বশাসনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার উন্নতি।

স্যামুন লিখেছেন যে, এই পুরসমাজ সংক্রান্ত তত্ত্বটি অত্যন্ত দরকারী কেননা এর দ্বারা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় যা কি না ব্যক্তি এবং সমাজকে একই সূত্রে গ্রন্থনা করতে প্রয়াসী। এটি এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে।

নৈরাজ্যবাদীরা এইরূপ মনে করেন যে, একমাত্র একটি নৈরাজ্যবাদী সমাজেই একজন ব্যক্তি মানুষের প্রতিভা এবং গুণাবলীর সঠিক বিকাশ হওয়া সম্ভব। তাঁদের এই ধারণাকে সমর্থন জানায় সকল ধরনের বাহ্যিক বাধানিষেধ এবং প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতির এক আদর্শ পরিস্থিতি। ব্যক্তি মানুষ এই প্রথম সমাজ জীবনে সম্পূর্ণভাবেই 'স্বাধীন' হতে পারবেন।

৬.৩.১ নৈরাজ্যবাদের ধরন

নৈরাজ্যবাদীরা কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের উৎস এবং অবসান নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন—

(১) বুর্জোয়া মালিকের আওতা থেকে মুক্তি,

(২) রাষ্ট্রের আওতা থেকে মুক্তি এবং

(৩) ধর্মীয় অনুশাসনের আওতা থেকে মুক্তি।

অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তি মানুষকে তার উৎপাদক, নাগরিক ও নীতিনিষ্ঠ ভক্তের সত্ত্বা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছেন।

নৈরাজ্যবাদীরা সরকারের কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না। ক্রোপট্‌কিনের ভাষায় 'সব কিছুই সকলের জন্য। যদি প্রত্যেকে সামাজিক উৎপাদনের কর্মকাণ্ডে যোগদান করে, তাহলে প্রত্যেকের সমাজে উৎপাদিত প্রতিটি বস্তুর উপর অধিকার থাকবে"।

এঁরা মনে করেন যে, এতদিন প্রতিটি সরকারের কাজ ছিল' মানুষের ন্যায্য পাওনা থেকে তা'কে বঞ্চিত করা ; অতএব, এঁদের মতে সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই।

গান্ধীর ভাষায়, "শেষ পর্যন্ত আমরা কী অবস্থায় পৌঁছাইতে চাহিতেছি, তাহার একটি সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট বর্ণনার উপর তোমরা জোর দিয়াছ। গন্তব্যস্থল একবার নিরূপণ করিয়া বারংবার তাহার পুনরাবৃত্তির বেশী প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইবার উপায়গুলি যদি আমরা না জানি এবং সেই উপায়কে যদি আমরা কার্যে সার্থক করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে কেবল লক্ষ্যের সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কিছুতেই তলায় পৌঁছাইতে পারিব না। আমি সেইজন্য উপায়ের উপরই অধিকতর জোর দিয়েছি এবং ঐ উপায়গুলি যাহাতে অধিকতর সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, উপায়গুলি সম্বন্ধে যদি আমরা সম্যকভাবে সচেতন হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম

হইব। আমি মনে করি যে, উপায়ের নিষ্কলুষতার মাত্রা অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্যাভিমুখী অগ্রগতি নির্ধারিত হইবে।

আপাতদৃষ্টিকে এই পথ অতি দীর্ঘ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই পথই সর্বাপেক্ষা কম।

এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকেও নৈরাজ্যবাদীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয়—তা বর্তমান কালের কিংবা ভবিষ্যতের, তাতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না।

৬.৪ নৈরাজ্যবাদী প্রত্যয়ের যুক্তি

এই ধরনের নৈরাজ্যবাদী প্রত্যয়-এর কারণ হিসেবে আমরা কিছু যুক্তি খাড়া করতে পারি, যেমন—

৬.৪.১ রাষ্ট্রকে অবিশ্বাস

সকলের অধিকারে যা থাকা উচিত হল, তাকে অন্যায়ভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তির করে রাখবার পেছনে যার সব চাইতে বড় অবদান সে হল রাষ্ট্র। এইজন্যই কায়েমী স্বার্থের 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙ্গাতে রাষ্ট্রকে নিয়োগ করা চলবে না, কারণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র কোনও অর্থেই নিরপেক্ষ কোনও বাস্তবতা নয়। ধনতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় থাকা সম্পদ—এদের ধ্বংস করবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠনের কিছু কিছু সমাজবাদী প্রয়াসকে এঁরা অসম্ভব বলে মনে করেন।

এজন্যই নৈরাজ্যবাদীরা সরকারের কর্মকাণ্ডের আর কোনও ধরনের প্রসারণ সমর্থন করেন না, তা সে যতই আপাতদৃষ্টিতে জনস্বার্থের জন্য হোক না কেন। এঁরা খেটে খাওয়া মানুষের রাজনৈতিক দলে যোগদান অথবা জাতীয় আইনসভায় নির্বাচন—কোনটারই পক্ষে ন'ন।

৬.৪.২ 'প্রতিনিধিত্বমূলক' সরকারের ফাঁকি ও অসারতা

নৈরাজ্যবাদীরা কোনও ধরনের রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনেরও বিপক্ষে। রাষ্ট্র যদি প্রকাশ্যভাবেই স্বৈরাচারী না হয়ে ওঠে, তা হলে তাকে শাসন চালাতে হবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের মাধ্যমে। কিন্তু, কোনও মানুষ একটি গোষ্ঠী দূরের কথা, অন্য একটি মানুষের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম।

মনুষ্য চরিত্র ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই এই ধরনের অবস্থার জন্য মূলত দায়ী। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার থেকে অতএব জন্ম নেয় রাজনীতির পেশাদার কারবারীরা। এরা কিন্তু সবাই অযোগ্য। নৈরাজ্যবাদ তাই এখানে কিছুটা বিস্ময়করভাবেই সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

সকলের ইচ্ছা বা common will-এর ধারণাটিকে নৈরাজ্যবাদীরা সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার অপ্রয়োজনীয় এবং প্রকৃত অর্থে 'অপ্রতিনিধিত্বমূলক'।

ক্রোপট্‌কিন লিখেছেন যে, 'রাষ্ট্র যদি সকল প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে অসংযত শাসনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উৎপত্তির পথ সুগম হইবে। রাষ্ট্রের নিকট বাধ্যবাধকতার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের পারস্পরিক সহানুভূতিবোধ অবশ্যই কমিয়া যাইবে।'

লেনিন আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 'সর্বহারার একনায়কত্ব' কোনোও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

নয়। সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম মেনেই পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংসের পরবর্তী সময়ে এই ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং আবার সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে মানব ইতিহাসের উত্তরণ ঘটে গেলে এই ধাঁচের একনায়কত্ব সম্পূর্ণভাবেই লোপ পাবে। অর্থাৎ. সমাজ বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত পর্যায়েই এই ধরনের একনায়কত্ব দেখা যায়।

৬.৪.৩ ক্ষমতার ফলাফল

অন্য মানুষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। অতএব power corrupts, and absolute power corrupts absolutely এই নীতিতে বিশ্বাসী নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার আদৌ সমর্থন করেন না।

অন্যের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করলে মানুষ স্বার্থপর, দাম্ভিক, শোষক, একগুঁয়ে এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। একজন রাজনীতিবিদ তাঁর স্বভাবের জন্য মন্দ হন না—তিনি মন্দ হন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য। কোনও মানুষ এবং গোষ্ঠীর হাতেই অতএব অন্য মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য সরকারী ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমীচিন হবে না।

নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তি মানুষকে অত্যন্ত অবিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, সরকারের অর্থ হ'ল বাধ্য করা, বিচ্ছিন্ন করা, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি এবং নৈরাজ্যের অর্থ দাঁড়ায় স্বাধীনতা, সংযুক্তি এবং ভালোবাসা। সরকার স্বার্থপরতা এবং ভীতির উপর স্থিত ; নৈরাজ্য ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা রাষ্ট্র হিসেবে আলাদা, সেইজন্যই আমাদের অস্ত্র দরকার হয় ; আমরা আমাদের একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন করেছি, সে জন্য আমাদের আইনের কাছে আশ্রয় নিতে হয়। গিন্সবার্গ তাঁর 'সাইকলজি অফ সোসাইটি' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়েই বর্তমান। কথিত হইয়াছে যে ক্রমশ রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। কিন্তু সে অবস্থায় এক নূতন শক্তিশালী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। পুনর্গঠনের সকল প্রচেষ্টা প্রকৃত ফলপ্রসূ করিতে হইলে বিকেন্দ্রীকরণের পথেই তাহা করিতে হইবে।'

৬.৪.৪ রাষ্ট্র কেন অপ্রয়োজনীয়

নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যথা ঃ শিক্ষা প্রসারের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না। বৈদেশিক আগ্রাসন ঠেকানোর জন্যও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ক্রোপট্‌কিন বলেছেন যে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী নয়, এই ধরনের আক্রমণ ঠেকিয়েছে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ; ইতিহাস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

ব্যক্তিমানুষকে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে ; রাষ্ট্র বরঞ্চ অপরাধী সৃষ্টি করে থাকে, রাষ্ট্র নিজের অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বাধ্য করে অপরাধ করতে। তারপর, রাষ্ট্র সেই অপরাধীকে শাস্তি দেয়, এবং তার পক্ষে ভবিষ্যতে সুস্থ, স্বাভাবিক এবং সৎজীবনের প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়।

যে সকল ক্ষেত্রে মানুষ আপন উৎকর্ষের সাধনার শীর্ষে পৌঁছেছে সে সব জায়গায় সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছা কর্মকাণ্ডের সুযোগ ছিল গোষ্ঠী জীবনের দ্বারা।

এইসব সৃজনশীল ক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রকে দরকার পড়েনি মানুষের।

৬.৪.৫ মুক্ত সমাজ

উল্লিখিত কারণসমূহের জন্যই মানুষের দরকার এমন একটি মুক্ত সমাজ যা রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। এই সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে মানুষকে গোষ্ঠী জীবনের উপযোগিতার মূল্যের ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে।

জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য কিছু গোষ্ঠী থাকবে যা সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হবে। এরা স্বায়ত্তশাসিত হবে, নিজেদের নীতি এবং কর্মসূচী নিজেরাই নির্ধারণ করবে এবং সদস্যরা নিজেরাই নির্বাচন করবে অথবা সরিয়ে দেবে। জীবনের প্রতিটি এলাকায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, কিন্তু কোথাও এবং কখনই জোর-জবরদস্তি, নিপীড়ন অথবা নিবর্তনমূলক অত্যাচার অথবা ভীতি প্রদর্শন করা চলবে না। ডিকিন্‌সন্‌-এর মতে, নৈরাজ্য শৃঙ্খলার অবসান নয় ; ক্ষমতা প্রদর্শনের অবসান। গান্ধীর 'স্বরাজ' সম্বন্ধে ধারণা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অম্লান দত্ত লিখেছেন, 'গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে গঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবহার ও বিধান। তারই ফলশ্রুতি দলীয় রাজনীতি। কিন্তু, পরিবার যেমন রাজনীতি দিয়ে চালিত হয় না. আদর্শ গ্রামেরও ভিত্তিভূমি হতে পারে না দলীয়তা। অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই—সত্যাগ্রহের পথে। বহুদলীয় ব্যবস্থা নয়, একদলীয় রাজনীতিও নয়, গান্ধীর মতাদর্শের সঙ্গে মেলে নির্দলীয় 'লোকনীতি'। গ্রামসমাজের যেটা আদর্শরূপ—জাতিভেদ ও শ্রেণীবিরোধ থেকে মুক্ত, আত্মীয়-ও-বান্ধব সমাজ—তাকে সৃষ্টি করা যাবে না ; বৃহত্তর মানব সমাজের ভিত্তিতে তাকে সংস্থাপন করা সম্ভব হবে না দলীয়তার পথে। সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বন নয় কোনও বিশেষ দল। তাঁর অন্তিম আনুগত্য নিবদ্ধ নিজস্ব বিবেকে এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসে।

এইখানে গান্ধী সংসদীয় গণতন্ত্রকে অতিক্রম করে গেলেন। রেখে গেলেন ভবিষ্যতের সমাজের অন্য এক চিত্র। ভবিষ্যতের মানুষকে ডাক দিয়ে গেলেন, অন্য এক পথে। এটাই গান্ধীমার্গ। আজকের রাজনীতিবিদ্ বলবেন অসম্ভব, এ অসম্ভব। গান্ধী বলবেন, এ ছাড়া সমাজের মুক্তি অসম্ভব।'

একটি নৈরাজ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মৈত্রী এবং শান্তি-সহযোগিতা স্থাপিত হবে। 'সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

এই সমাজ কিন্তু গতিশীল, কোন বদ্ধ জলাশয়ের মতন নয়। সমাজের স্থিতির প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তন-এর প্রয়োজন দেখা দেবে। এই স্থিতি বজায় রাখা কোনও স্বার্থবাহী রাষ্ট্রের অবর্তমানে একটি সহজ কাজ হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ এবং তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে।

৬.৫ গান্ধী কী নৈরাজ্যবাদী ছিলেন?

গান্ধীর নৈরাজ্যবাদ-এর ধারণা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। গোপীনাথ ধাওয়ান, বিনয়কুমার সরকার, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, অতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ গান্ধীকে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী বা Philosophical anarchist রূপে অভিহিত করেছেন।

ধাওয়ান মনে করেন যে, গান্ধী সকলের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন অথবা the greatest good of all কামনা করেছিলেন। শুধুমাত্র অহিংস স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম-জীবনের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের নির্মাণ সম্ভবপর বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

বিনয় সরকার লিখেছেন যে, গান্ধীর সাথে টলস্টয়-এর বক্তব্যের প্রভূত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা দুজনেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সমালোচনা করেছেন এবং অহিংসার নীতিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

কিন্তু জর্জ উডকক্-এর সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, গান্ধী ছিলেন একজন ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদী বা religious anarchist ; আবার ফিলিপ স্প্র্যাট, বিমানবাহিনী মজুমদার, পল পাওয়ার ইত্যাদি গান্ধীকে নৈরাজ্যবাদী হিসেবে দেখেন না।

বিমানবিহারী মজুমদার-এর মতে, গান্ধি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও কখনই তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কথা বলেননি।

পাওয়ার-ও এই রকমই মনে করেছেন। বুদ্ধদেব ভট্টচার্যের মতে, গান্ধীর একটি আদর্শবাদী দার্শনিক সত্তা ছিল। এবং অন্য সত্তাটি ছিল একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের। তিনি এজন্য জ্ঞানদীপ্ত নৈরাজ্যবাদের পাশাপাশি চিন্তা করতেন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা।

নৈরাজ্যবাদ চেয়েছিল এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গঠন করতে, যেখানে মানুষ তার সমস্ত সৃজনশীলতা সহকারে এক নতুন সভ্যতা গড়বার কাজে নিজেকে নিয়োগ করবে।

ক্রোপট্‌কিন কিংবা গান্ধী এঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি বিকল্প সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধান দেওয়া।

তাত্ত্বিক স্তরে এঁরা যে সফল হয়েছিলেন তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু theory এবং praxis এর যে নিরন্তর dialectic, তার টানাপোড়েনের আবর্তের মাঝখানে আজ আমাদের এঁদের চিন্তাভাবনা আবার নতুন বিশ্লেষণের আলোকে যাচাই করে দেখতে হবে।

হয়তো রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থে কোনও বিকল্প নেই, কিন্তু নৈরাজ্যবাদী যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল, এখানেই তার সার্থকতা।

৬.৬ অনুশীলনী

(১) একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে নৈরাজ্যবাদ-এর বিশ্লেষণ করুন।

(২) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের কি কি প্রধান যুক্তি আছে?

(৩) গান্ধী কি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন? যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Woodcock G. : Anarchism.
2. Wilson Charlotte : Anarchism.
3. Joad C. E. M. : Introduction to Modern Political Theory (1924).
4. Basu Atindranath : Anarchism.
5. বসু অতীন্দ্রনাথ ঃ নৈরাজ্যবাদ